দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

চন্দনাইশে ৯টি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিঘ্নিত

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ উপজেলাস্থ ২৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১৬টি মাদ্রাসার মধ্যে ৯টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রশাসনিক জটিলতার কারণে খালি থাকায় বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে যেনতেনভাবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল অভিযোগ করেছেন, বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটছে। এতে শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষাজীবনে অন্ধকার নেমে আসছে। সূত্রে জানা গেছে, ম্যানেজিং কমিটিতে অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকর্মীর দাপটে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির আসন দখল করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষকদের জিম্মি করে তাদের দিকনির্দেশনায় স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কাছে অনেক সময় কিছু কিছু শিক্ষক মান-অভিমান ও নাজেহালের অভিযোগ রয়েছে। যে বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে সেগুলো হলো- চন্দনাইশ সদরস্থ ফাতেমা জিন্নাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চামুদরিয়া ইউনাইটেড ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, সুচিয়া আরকে উচ্চ বিদ্যালয়, হাছনদণ্ডী উচ্চ বিদ্যালয়, গাছবাড়ীয়া মমতাজ বেগম বালিকা বিদ্যালয়, কেওয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সাতবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বৈলতলী উচ্চ বিদ্যালয় ও গাছবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি খালি রয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ্ আলী রেজা আশরাফী। তবে পূর্ব সাতবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও হাসিমপুর এমএকে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দুটি পদ খুব শীঘ্রই খালি হয়ে যাবে বলে জানা যায়। যে সকল কারণে এই পদগুলো পূরণে জটিলতা দেখা দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে সরকার ঘোষিত ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোর আওতায় কোন শিক্ষকের একাধিক তৃতীয় বিভাগ থাকলে উচ্চতর পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। পাশাপাশি ৩০% মহিলা কোটা থাকায় উক্ত পদসমূহ পূরণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতার সময়সীমা ১২ বছর করা হয়েছে। যোগ্য এবং দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও একাধিক তৃতীয় শ্রেণী থাকার কারণে অনেক শিক্ষক উক্ত পদসমূহ পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও যোগ্যসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক পাওয়া যায়নি। গাছবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে নয়বার বিজ্ঞাপন দিয়েও প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে যেমন অর্থ অপচয় ও অন্যদিকে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। নিয়ম আছে, যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে একজন কর্মরত প্রধান শিক্ষক থাকা আবশ্যক। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে ভয়াবহ জটিলতা দেখা দিতে পারে। বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারের গভীরভাবে ভাবা উচিত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। স্থানীয় অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, বিদ্যালয়ের প্রধান খুঁটি না থাকলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হবে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পরিবর্তে উপজেলা নির্বাহী অফিসের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নিয়োগ স্বচ্ছ এবং অভিজ্ঞতার সময়সীমা ১২ বছরের ক্ষেত্রে কমিয়ে আনা হলে ভাল প্রধান শিক্ষক আনা সম্ভব হত। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের একটি সেমিনারে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাড়ে সাত হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। বিষয়টি সত্য হলে তা সরকার ঘোষিত মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষার একটি বিরাট অন্তরায় হিসেবে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে জরুরীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দারুণ ক্ষতি সাধন হবে। শিক্ষকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গত সেপ্টেম্বর মাসে জনবল কাঠামো যুগোপযোগী করার আশ্বাস দিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোর শিক্ষকস্বল্পতা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন সহকারী শিক্ষককে সপ্তাহে ১৬টি ক্লাসের স্থলে বর্তমানে ২৭-৩৫টি ক্লাস নিতে হয়। এতে করে গুণগত পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যেমন- উত্তরপত্র মূল্যায়ন, সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে যা একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে ওঠা থেকে বঞ্চিত করছে। ৩০% মহিলা কোটা বাধ্যতামূলক থাকাতে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে মাদ্রাসাসমূহে এই সমস্যাটি আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ শিক্ষার তুলনায় ধর্মীয় শিক্ষায় পাঠদানের জন্য মহিলাগণ সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত বলে মাদ্রাসায় কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ মন্তব্য করেন। তাছাড়া ৩০% মহিলা কোটা পূরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের দুটির অধিক দরখাস্ত না পেয়ে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। উপজেলা সদরস্থ কাসেম মাহবুব উচ্চ বিদ্যালয়ে একজনও মহিলা শিক্ষক না পাওয়ায় একজন শিক্ষকের পদ শূন্য হলে তা পূরণে ব্যাপক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ মহিলা শিক্ষকের দরখাস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ না পাওয়ায় নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয় না বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা উচিত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। সচেতন শিক্ষার্থীদের অভিভাবক মহল জানান, স্কুল পরিচালনায় মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই স্কুলগুলোতে অনতিবিলম্বে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছেন সচেতন অভিভাবক।